বলিভারিয়ান রেভুলুশন ল্যাতিন জনগোষ্ঠীর ভাগ্য বদলে দেবে - হুগো শ্যাভেজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিদরিদ্রদের স্বল্প মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা, প্রেসিডেন্ট বুশকে পাগল এবং ওয়াশিংটনকে প্রকাশ্যে নব্য সাম্রাজ্যবাদী বলে গালাগাল করা ল্যাতিন আমেরিকান নেতা হুগো শ্যাভেজ। সিএনএন'র একতরফা মার্কিন প্রচার ঠেকাতে শ্যাভেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন টেলিসুর মিডিয়া নেটওয়ার্ক। নাফটার পাল্টা জবাবে ল্যাতিন আমেরিকান ট্রেড ব্লক মার্কোসুর গঠন করেছেন। আইএমএফ'র নাম পাল্টে তিনি রাখতে চান ইণ্টারন্যাশনাল হিউম্যানেটারিয়ান ফান্ড। আর ল্যাতিন আমেরিকার তেল.গ্যাস সম্পদ জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার হোতা শ্যাভেজ নিজেই। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কিউবাকে বছরে ১শ' কোটি ডলার সাহায্য দিচ্ছেন। আর নিজ দেশ ভেনিজুয়েলায় অসম্ভব জনপ্রিয় তিনি। সব মিলিয়ে ২১শতকে সমাজতন্ত্রের পুনর্জাগরণ ঘটানো শ্যাভেজ তার **'রেভুলুশন উইথইন দ্যা রেভুলুশন' তত্ত্ব দিয়ে বিশ্বকে সম্রাজ্যবাদ থেকে রক্ষা করতে চাইছেন। তার কথিত 'বলিভারিয়ান রেভুলুশন' ও সা¤প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন, 'দ্যা প্রগ্রেসিভ' ম্যাগাজিনের সঙ্গে। এই সাক্ষাতকারের অংশ বিশেষ পাঠকদের জন্যে তুলে ধরা হলো।**

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *ভেনিজুয়েলায় আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আপনাকে স্বৈরাচার' হিসেবে মন্তব্য করে, আপনার প্রতিক্রিয়া কি?*

শ্যাভেজ: আসলে ওরা দীর্ঘদিন থেকেই এ কথা বলে আসছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি মার্কিন ব্রিটিশ বা যে কোনও দেশের জনগণকে ভেনিজুয়েলা সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তারা নিজেরাই দেখে আসুক রাস্তায়, টিভি, পত্রিকায় বা রাজনীতিতে স্বৈরতন্ত্র আছে কি না। বরং ভেনিজুয়েলা সত্যিকারের গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে যেখানে মানবাধিকার, সামাজিক অধিকার স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা,

কর্মসংস্থান সব আছে।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা প্রেসিডেন্ট বুশের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে এদের কি জেলে পাঠাবেন?*

শ্যাভেজ: এটা আমার ব্যাপার না। দেশে আইন ও বিচার ব্যবস্থা আছে। এরা মার্কিন অর্থ নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। সুতরাং সরকারি কৌশুলিরা ভেবে দেখবেন কী করা যায়। তবে সত্যি কথা হচ্ছে, ভেনিজুয়েলাতে সংকট সৃষ্টি করতে মার্কিন অর্থগ্রহণ রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাই এদের শাস্তি হওয়া উচিত।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *প্রেসিডেন্ট বুশের অভিযোগ আপনি ল্যাতিন আমেরিকায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছেন? আপনার মত কী?*

শ্যাভেজ: প্রেসিডেন্ট বুশ নিজেই অবৈধ প্রেসিডেন্ট। নির্বাচনে কারচুপি করেছেন। ওর ভাই জেব বুশ নিজে বহু ভোটবাক্স গায়েব করেছে। সুতরাং বুশের কথায় কিছু যায় আসে না। এমনকি মার্কিন জনগণের ওপর ভয়ভীতি ও জেল.জুলুমের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে সে। ওরা কোনও গোপনে টেপ করছে। কৃষ্ণাঙ্গদের নির্যাতন চালাচ্ছে। বহির্বিশ্বে অপর দেশের রাজনীতিতে নাক গলানো মার্কিন প্রশাসনের স্বভাব। গুয়েতেমালা, পানামা প্রভৃতি দেশে এমনকি ২০০২ সালে আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। ফলে কে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার জনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *ভেনিজুয়েলায় আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওয়াশিংটন হস্তক্ষেপ করবে বলে মনে করেন?*

শ্যাভেজ: গত ২শ' বছর ধরে ওয়াশিংটন এ কাজ করে আসছে। আমি নির্বাচনে জিতি তা বুশ চায় না। আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। বলিভিয়ার মোরালেসকে আমি নাকি অর্থ দিয়ে জিতিয়েছি। ব্রাজিলের লুলা নাকি আমার লোক। এমনকি আর্জেন্টিনায় কিচনারকে নাকি আমি প্রেট্রো ডলারে ভাসিয়ে দিয়েছি। এসব অভিযোগ মিথ্যা। বরং মার্কিনীরা এসব দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে আসছে। আসলে ল্যাতিন আমেরিকার এখন বামপন্থীদের গণজোয়ার চলছে। আর মার্কিনীরা এই নিওলিবেরালজমের যুগে বামদের উত্থানের ভিত।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *আপনি ল্যাতিন আমেরিকায় ভেনিজুয়েলার কোটি কোটি পেট্রো ডলার খরচ করছেন। এটা কি শুধুই রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য?*

শ্যাভেজ: ঐতিহাসিকভাবে ল্যাতিন আমেরিকার মানুষ একই জাতিসত্তার। আমরা ইন্ডিজিনাস পিপল ভাই.বোনের মত। আর এটাই সাম্রাজ্যবাদীদের মাথাব্যথার কারণ। ভেনিজুয়েলায় বিশ্বের সবচে' বৃহৎ তেল মজুদ আছে। আর এই সম্পদ দিয়েই ল্যাতিন আমেরিকায় বিপ্লব ঘটনানো হবে। বলিভারিয়ান রেভুলুশন বদলে দেবে ল্যাতিন জনগণের ভাগ্য। মার্কিন জ্বালানি বিভাগের গোপন রিপোর্ট মতে এ মজুদ সৌদি আরবের পাঁচগুণ। আর এ মহাদেশে সর্ববৃহৎ গ্যাস মজুদ আছে যা বিশ্বে অষ্টম। সাত বছর আগেও আমরা মার্কিন উপনিবেশ ছিলাম। ওরা আমাদের তেল নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু এখন আমরা এ সম্পদ নিজেদের উন্নয়নে ব্যবহার করছি। কিউবা, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা,

হাইতি প্রভৃতি দেশে কমমূল্যে তেল সরবরাহ করছি।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন?*

শ্যাভেজ: এটা ডোনেশন। আমাদের একটি আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য তহবিল আছে। তার অধীনে এ তেল সরবরাহ। আসলে এটাই হচ্ছে প্রকৃত 'ফ্রি ট্রেড।'

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *আপনি আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক বিরোধী কেন?*

শ্যাভেজ: ওরা সাম্রাজ্যবাদী এবং ওদের বিলুপ্তি ঘটানো হবে। খুব শিগগির।

দ্য প্রগ্রেসিভ: *শোনা যায় আপনি নাকি 'ব্যাংক অব হুগো' চালু করতে যাচ্ছেন।*

শ্যাভেজ: না এর নাম হবে ইণ্টারন্যাশনাল হিউম্যানেটারিয়ান ব্যাংক। এটা বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হবে যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যবসা.বাণিজ্য করতে পারি। যেমন উরুগুয়েতে আমরা তেল দিচ্ছি। আর ওরা আমাদের গবাদি পশু সরবরাহ করছে। এটা হবে বিনিময় ব্যাংক।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *তাহলে 'দুধের বিনিময়ে তেল'?*

শ্যাভেজ: অবশ্যই। আর্জেণ্টিনাও তাই। কিউবা স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। এমনকি প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্যেও তেল দিচ্ছি। চীন এর উদাহরণ। আর দরিদ্রদের দিচ্ছি বিনা মূল্যে। বিপ্লব ঘটাতে হলে আগে দারিদ্রতা দূর করতে হবে।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *মুক্তবাজার প্রশ্নে সম্প্রতি আপনি মার্কিন ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় তেল কোম্পানিগুলোর চুক্তি পুনর্বিবেচনা করেছেন। তাহলে এরা কি ভেনিজুয়েলাতে তেল চুক্তি পাবে না?*

শ্যাভেজ: না, আমরা এদের বের করে দিচ্ছি না। বরং তেলে মুনাফা বৃদ্ধির কথা বলেছি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের ব্যারেল ৭৭ ডলার। আর ওরা আগের চুক্তি অনুসারে ৪০ ডলারে কিনছে। এটা হতে পারে না। তাই নতুন বাজার দরে চুক্তি করতে হবে। কারণ খুব শিগগির তেলের দাম ১শ' ডলার ব্যারেল হবে।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *যদি তেলের দর পতন ঘটে?*

শ্যাভেজ: ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাহিদায় অসম্ভব নয়। আর পতন ঘটলেও আমাদের সমস্যা নেই। আমার লক্ষ্য ভেনিজুয়েলাকে আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত করা। ল্যাতিন আমেরিকায় দরিদ্রের বিপ্লব ঘটানো।

দ্যা প্রগ্রেসিভ: *আরেকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আপনার পতন ঘটলে বিপ্লবের কী হবে?*

শ্যাভেজ: বুশ আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছে। তবে আমি ভীত নই। আমরা বিপ্লব চালিয়ে যাবো। বলিভারিয়ান রেভুলুশন চলবে। যে স্বপ্নটি আমাদের জাতির পিতা সিমন বলিভার দেখে

গেছেন।

ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন- তৌফিক আজিজ

হুগো শ্যাভেজ: ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট।